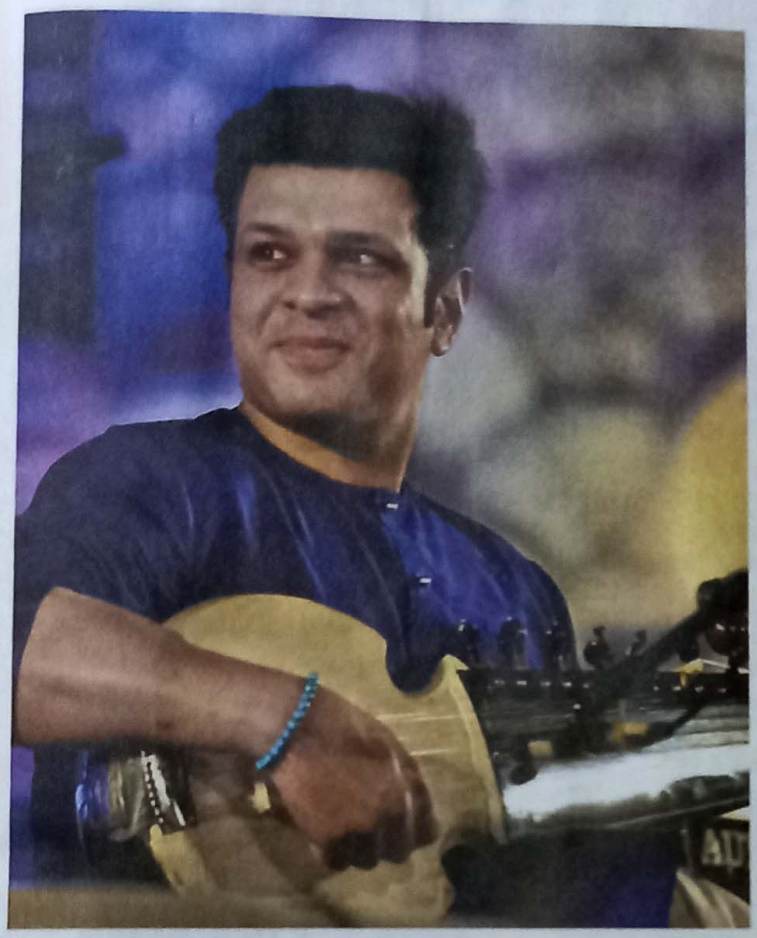

আমান আলি খান

রাশিদ খান

আশায় উজ্জ্বল, সংগীতে অমলিন

সংগীত

স্কটিশ কবি এবং গীতিকার রবার্ট বার্নস বলেছিলেন, যা কিছু সংগীত দিয়ে শেষ হয়, তা-ই সুন্দর। শীত শেষের সুর ডোভার লেন সংগীত সম্মেলন যেমন বাঁধল, তেমনই রচনা করল বসন্তের উদ্বোধনী সংগীত।

সরোদবাদনে বসন্ত পঞ্চমীর আবাহন করলেন আমান আলি খান, রাগ সরস্বতী দিয়ে। পূর্ণাঙ্গ আওচারের প্রথা ভেঙে, নিজের বাদনকে তিনটি ছোট ভাগে ভাঙলেন তিনি। সংক্ষিপ্ত আলাপের পরই একতাল গতে প্রবেশ করেন আমান। ঈষৎ চঞ্চল প্রকৃতির এই রাগে তানের মধ্যেও ঋষভ এবং পঞ্চমের সঙ্গতিতে রাগরূপ ধরে রেখেছেন তিনি আগাগোড়া। দুই প্রাচীন রাগ ললিত এবং গৌরীর সম্মিলিত রূপ ফুটে উঠল তাঁর ললিতা-গৌরী পরিবেশনায়। শুদ্ধ এবং কড়ি মধ্যমের মিলনে ললিতাঙ্গ এবং মন্দ্রসপ্তকের নিষাদের ব্যবহারে গৌরীর চলন ছিল স্পষ্ট। আলাপের স্থিরতা এবং তানের চাঞ্চল্য আমানের বাজনাকে পরিপূর্ণ করে। সবশেষে মালকোষে বিদায়ের গৎ বাদনও সুখশ্রাব্য হয়ে রেশ রেখে যায়। আমানের বিদ্যুৎগতির তানের পরিপূরক ছিল তবলায় শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাশভারী সঙ্গত।

আমানের পরিবেশনা রাগ সরস্বতী দিয়ে শুরু হলে, অনুপমা ভগবতের সেতারবাদন শেষ হয় এই রাগ দিয়ে। খাম্বাজ ঠাটের ঔড়ব-ষাড়ব জাতির এই রাগের দক্ষিণী রূপও কিছু কিছু জায়গায় তুলে এনে, একটা অন্য স্বাদ দিয়েছেন অনুপমা। তার আগে ঝিঁঝিটে পূর্ণাঙ্গ আওচার বাজান তিনি। সুস্থিত আলাপের পর জোড়ের ওজনদার স্ট্রোক তাঁর ইমদাদখানি ঘরানার শিক্ষার স্বাক্ষর রাখে।

কণ্ঠসংগীতে এবারের সম্মেলন বৈচিত্রে পরিপূর্ণ ছিল। একটা আলাদাই বৈঠকি মেজাজে পাওয়া যায় রাশিদ খানকে। রাত বাড়লেও তাঁর যেন মঞ্চ ছাড়ার কোনও অভিপ্রায় ছিল না, তেমনই তারিয়ে-তারিয়ে তাঁর খেয়াল উপভোগ করে প্রায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। রাগ যোগে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল দিয়ে অনুষ্ঠানের মেজাজ তৈরি

অতিমারীর বিষাদ কাটিয়ে ৬৯তম বর্ষে উজ্জ্বল সাজে সেজে উঠল ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনের মঞ্চ।

করেন তিনি। রাগসংগীত এবং সময়ের ব্যাকরণ মেনে তিনি পরিবেশন করেন রাগ জনসম্মোহিনী। রাশিদের গায়নশৈলীতে যেন সত্যিই সম্মোহিত করল এই রাগ। এর পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাগ সোহিনীতে ছোট খেয়ালে অপূর্ব বন্দিশ গেয়ে শোনান রাশিদ। রাশিদের অনুষ্ঠানে 'ইয়াদ পিয়া কী আয়ে' ঠুমরির অনুরোধ রীতিতে পরিণত হয়েছে এবং এবারও সেই অনুরোধ ফেরালেন না শিল্পী। অনুষ্ঠানের যথাযথ পরিসমাপ্তি করলেন রাগ সিন্ধুভৈরবীর একটি রচনা দিয়ে। প্রাপ্তির ঘট পূর্ণ হল।

কিরানা ঘরানার মিষ্টত্ব জয়তীর্থ মেভুন্ডি ফুটিয়ে তুললেন রাগ শুদ্ধকল্যাণে। ঘরানার প্রতি একনিষ্ঠ থেকেও জয়তীর্থের গায়কি স্বতন্ত্র। তাঁর মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকের বিস্তারে, পুকারের মূর্ছনায় ছিল প্রশান্তি, অন্যদিকে সূক্ষ্ম সরগম তানের ব্যবহারে ছিল প্রয়োগকৌশলে পারদর্শিতা। মেভুন্ডির কণ্ঠে রাগ বসন্ত আলাদা মাত্রা পায়। সরগম, আ-কার তানের পাশাপাশি, ছোট-ছোট অলংকরণে সেজে ওঠে বন্দিশ। শেষে রাগ বিভাস এবং ভাটিয়ারের মিশ্রণে একটি রচনা শুনিয়ে শ্রোতাকে প্রকৃত শিল্পীর আর-এক গুণের পরিচয় দেন তিনি— পরিমিতিবোধ।

উদারায় ভরাট এবং তারায় সুমিষ্ট স্বরক্ষেপণে অজয় চক্রবর্তীর বাগেশ্রী রাগ পরিবেশনা ছিল মনোগ্রাহী। বহুবার শিল্পীর কণ্ঠে এই রাগ শুনলেও যেন তার রূপমাধুর্য আজও অমলিন, তাঁর অনন্য গায়কি এবং শব্দের প্রক্ষেপণে। রাগ ভৈরবীতে শিল্পীর পরিবেশনা এক বিরহমণ্ডিত আবহ রচনা করে। তবলা সঙ্গতে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পীর অভিনব লয়কারির যোগ্য সহচর যেন।

ভারতী প্রতাপ দৃপ্ত বিস্তারে সাজিয়েছিলেন তাঁর শ্রী রাগের খেয়াল। বিলম্বিত একতালে নিবদ্ধ 'সাঁঝ ভই তুম আয়ো', মধ্য ঝাঁপতালে 'গরিব নওয়াজ' এবং দ্রুত তিনতালে 'বাজে গজরওয়া' বন্দিশ ছিল সুখশ্রাব্য। নন্দ রাগে আগ্রা ঘরানার বৈশিষ্ট্য নোম-তোম আলাপে উল্লেখযোগ্য ছিল মিড় আশের কাজ, গমকের ব্যবহার। তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বর মনোগ্রাহী। অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয় তাঁর গলায় মীরাবাইয়ের 'ঝুলত রাধাশ্যাম' ভজনটি।

ওমকার দাদরকরের কণ্ঠে রাগ মারোয়ার গুরুগম্ভীর রূপ, ঋষভ এবং ধৈবতের সুচারু ব্যবহার ছিল প্রত্যাশিত। বিশেষত তারানাটি বড়ই সজীবতার সঙ্গে নিবেদন করেন তিনি। তবে পরবর্তী পরিবেশনায় তিলক কামোদ রাগের মিষ্টত্বের চেয়ে ব্যবহারিক খুঁটিনাটিতে যেন বেশি মনোযোগী ছিলেন শিল্পী। আ-কার তানে তিনি দক্ষ, তবে তার সঙ্গে সরগমের প্রয়োগ থাকলে খেয়াল আরও ঋদ্ধ হতে পারত। 'বাজে রে মুরলিয়া' ভজন দিয়ে সমাপ্ত হয় তাঁর অনুষ্ঠান।

দ্বৈতবাদনে অভিনব কিছু জুটি এই সমাবেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবারের অনুষ্ঠান যে-শিল্পীর স্মরণে, পণ্ডিত যশরাজের দুই সুযোগ্য শিষ্য সঞ্জীব অভয়ঙ্কর এবং শশাঙ্ক সুব্রহ্মণ্যমের কণ্ঠসংগীত ও বংশীবাদন ছিল তেমনই এক দ্বৈত পরিবেশন। সঞ্জীব সুমধুর কণ্ঠ এবং গায়কিতে অদ্বিতীয় হলে শশাঙ্ক পরিণত বাদনে। রাগ মধুবন্তী (শশাঙ্ক এই রাগের কর্ণাটকি সহোদরা ধর্মাবতী রাগ বাজিয়েছেন) এবং ভূপালিতে এই দুই শিল্পীর যৌথ পরিবেশনা ভাল লেগেছে। তবে দ্বৈত পরিবেশনা পরিমিতিবোধ এবং একে-অপরকে জায়গা ছাড়ার মেলবন্ধনের উপর নির্ভরশীল। দু'জনের পারদর্শিতা পৃথকভাবে নজরকাড়া হলেও মিশেলে অপূর্ণ থেকে গিয়েছে। আড়ানা রাগে শেষ নিবেদন 'মাতা কালিকা'-তে সঞ্জীবের গায়কিই ছিল কেন্দ্রবিন্দু। তবে দুই সপ্তক সমান্তরালভাবে বাঁশিতে ফুটিয়ে তুলতে পারেন যে-শিল্পী, তাঁর বোধ হয় আরও বেশি পরিসর প্রাপ্য ছিল।

এই অপূর্ণতা বিস্মৃত হয়েছে তন্ময় বসুর তবলা, সতীশ কুমার পত্রীর মৃদঙ্গম এবং গিরিধর উদুপার তালবাদ্যে। তিন তালবাদকের নৈপুণ্য তো বটেই, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সওয়াল-জবাব, সর্বোপরি তিনটি পৃথক তালযন্ত্রের শব্দ স্বতন্ত্রভাবে শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে। সরওয়ার হুসেন সারেঙ্গিতে সুরের দাঁড় ধরে রেখেছেন সুদক্ষ হাতে।

শ্রুতিমধুর ছিল দেবপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়ের বাঁশী এবং নন্দিনী শঙ্করের বেহালাবাদনের ডুয়েটটিও। রাগ পটদীপে তাঁরাও পরস্পরকে পরিসর বিস্তারের জায়গা দিয়েছেন। হয়তো বেশ কিছু বছর একসঙ্গে বাজানোর ফলে এমন সুন্দর বোঝাপড়া তাঁদের।

তেমন মনোগ্রাহী হয়নি শুভেন্দ্র এবং সাসকিয়া রাওয়ের সেতার-চেলোর দ্বৈত পরিবেশন। রাগ বসন্ত পঞ্চমের শুরুটা বেশ জোরদার করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু মাঝপথেই খেই হারিয়ে যায়, কেটে যায় সুরও। দুই যন্ত্রের সাউন্ডও কোথাও গিয়ে সম্পৃক্ত হয় না।

সতীশ ব্যাস রাগ মধুবন্তীতে সংক্ষিপ্ত আলাপের পর মধ্যলয়ের ঝাঁপতালে এবং দ্রুত একতালে গৎ বাজিয়ে শোনান। সেভাবে দাগ কাটেনি রাগ কিরওয়ানিতে তাঁর পরবর্তী গৎ পরিবেশনা।

সুন্দরভাবে আবহ এবং সময়ের নিরিখে নিজের পরিবেশনা সাজিয়েছিলেন সেতারশিল্পী মিতা নাগ। যথাক্রমে ললিতা-গৌরী রাগে আওচার, মধ্য ঝাঁপতালে পূরবী রাগের গৎ এবং দ্রুত তিনতালে পুরিয়া কল্যাণের গৎ। স্বতঃস্ফূর্ত স্বরচারণায় রাগের করুণ রূপ এবং প্রাণোচ্ছলতার ভারসাম্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন মিতা।

সরোদবাদক অভিষেক লাহিড়ীর জৌনপুরি রাগে আওচার এবং ঝাঁপতাল ও তিনতালে নিবদ্ধ গতে গমক ও আশের কাজ, দ্রুত ও দৃপ্ত তানকারি, ছোট-ছোট তেহাই ভাল লেগেছে। ঈশান ঘোষের তবলা সঙ্গত যথাযথ।

পিতার শিক্ষা এবং গায়কি তাঁর মধ্যেও উপস্থিত, তার প্রমাণ দিলেন রাশিদ-পুত্র আরমান খান। রাগ পুরিয়াতে তাঁর বিলম্বিত এবং দ্রুত খেয়াল স্বল্পসময়ের মনোরঞ্জক পরিবেশন ছিল। অভিজ্ঞতা এবং রেওয়াজের সঙ্গত পেলে তিনিও যে সুযোগ্য খেয়ালিয়া হয়ে উঠবেন, তার প্রতিশ্রুতি রেখে গেলেন আরমান।

হেমবেহাগে আওচার ধরেন সরোদশিল্পী সিরাজ আলি খান। আলাপ শ্রুতিমধুর হলেও জোড় এবং ঝালায় গিয়ে বেশ সুরচ্যুতি হয় তাঁর। মধুমালতী রাগেও তিনি সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেননি।

বংশীবাদনে ইন্দ্রজিৎ বসু উদীয়মান শিল্পী হিসেবে রাগ পটদীপে আওচার এবং গতে প্রতিশ্রুতি দেন। স্থিরতা তাঁর বাজনাকে সমৃদ্ধ করে। রাগ বসন্তে পরিমিত পরিবেশনও ছিল সুচারু।

সুললিত কণ্ঠের অধিকারিণী অত্রি কোটাল ভীমপলশ্রী রাগে যথাক্রমে একতাল বিলম্বিত, দ্রুত তিনতাল এবং দ্রুত একতাল বন্দিশে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে রাগরূপ প্রকাশে আরও বৈচিত্র থাকলে ভাল হত।

বহু বছর পর ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনের মঞ্চে নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হল। উমা মেমোরিয়াল কলালয়ম পরিবেশিত কৃষ্ণ-অর্জুন হিতোপদেশম কথাকলি মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়নি। তবে দীপক মহারাজ এবং তাঁর কন্যা রাগিণী মহারাজের কথক কানায়-কানায় পূর্ণ করেছে দর্শকের মনোরঞ্জনের পাত্র। লখনউ ঘরানার তৎকার ধারায় বিরজু মহারাজের তালিম দীপকের পায়ের কাজ, মুখাভিনয়ে। বিরজু মহারাজের বিখ্যাত 'মাখন চোরি লীলা'-তে দীপক যেন তাঁরই প্রতিবিম্ব। তিনতাল উপজে পিতা এবং গুরুর মুখ উজ্জ্বল করেছেন রাগিণীও। ধামারে পিতা-পুত্রীর উঠান, বোল-পরান পর্ব দৃষ্টিনন্দন ছিল। তবলায় কুমার বসুর সঙ্গত মনোগ্রাহী।

তবলা সঙ্গতে সমর সাহা, শুভেন চট্টোপাধ্যায়, অরূপ চট্টোপাধ্যায়, পরিমল চক্রবর্তী, উজ্জ্বল ভারতী, অশোক মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় অধিকারী, সন্দীপ ঘোষ, শুভজ্যোতি গুহ, বিভাস সাংঘাই; হারমোনিয়ামে সনাতন গোস্বামী, হিরন্ময় মিত্র, রূপশ্রী ভট্টাচার্য, গৌরব চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মিশ্র, প্রদীপ পালিত এবং সারেঙ্গিতে মুরাদ আলি সুষমামণ্ডিত করেছেন গোটা সমাবেশটিকে।

৬৯তম বর্ষে ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনের মঞ্চে ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রতি শ্রোতার বিশ্বাস প্রতিস্থাপিত হল, আরও একবার।

অংশুমিত্রা দত্ত